সমকাল

14 NOV 2013

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

রাজধানীর স্কুলে স্কুলে ভর্তি তদবির শুরু

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর নামিদামি স্কুলগুলো সবে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি ফরম ছাড়তে শুরু করেছে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে অভিভাবকদের মাঝে ইঁদুর দৌড়। মন্ত্রী, এমপি, উচ্চপদস্থ আমলা আর সংশ্লিষ্ট স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্যদের বাসায় ছুটছেন তারা। লটারি প্রক্রিয়ায় নিজ সন্তানের ভর্তি অনিশ্চিত থাকায় ভর্তি 'কনফার্ম' করতেই তাদের এই ছোটাছুটি। এ সুযোগে নড়েচড়ে বসছে পেশাদার তদবিরবাজ ও ভর্তিবাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। কয়েকটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধেও রয়েছে ভর্তি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ।

বেসরকারি নামিদামি স্কুলে ভর্তির সুযোগ না মিললে অভিভাবকরা ছোটেন সরকারি ভালো স্কুলগুলোয়। ওটিকয়েক সরকারি স্কুলেও প্রতি বছর তীব্র ভর্তি প্রতিযোগিতা হয়। নতুন বছরের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তি নিতে আগামী ১ থেকে ৯ ডিসেম্বর সরকারি স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে। প্রথম শ্রেণীর ভর্তির লটারি অনুষ্ঠিত হবে ১৪ ডিসেম্বর।

রাজধানীতে বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে মেয়েদের জন্য অভিভাবকদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল। গত ১০ নভেম্বর থেকে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হচ্ছে এ স্কুলের সবক'টি শাখায়। আজ বৃহস্পতিবার ফরম বিতরণের শেষ দিন। এ বছরও ভর্তি নিয়ে সবচেয়ে বেশি তদবির এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মঞ্জুআরা বেগম সমকালকে বলেন, 'ভর্তির মৌসুমে বিভিন্ন মহল থেকে অনেক তদবির আসে। আমাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। সবার আবদার রক্ষা করাও কঠিন।'

গতকাল ভর্তি ফরম নিতে আসা অভিভাবকরা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, তদবিরের কারণে সাধারণ অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভর্তি করানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ভর্তিবাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত শক্তিশালী সিন্ডিকেট প্রতি বছর ভর্তি মৌসুমে বাণিজ্য শুরু করে। আরেক অভিভাবক অভিযোগ করেন, এই স্কুলে গত বছর ছক্কা-পাঞ্জার প্যাঁচে ভর্তির লটারিতে জালিয়াতি করা হয়েছে। অনিয়মের অভিযোগে অভিভাবক ফোরাম গত বছর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনও করে।

নগরীর আরেকটি স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এখানে গিয়ে দেখা গেছে, দুপুর ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

রাজধানীর স্কুলে স্কুলে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

দেড়টার সময় ফরম বিতরণ শুরুর কথা থাকলেও সকাল থেকেই অভিভাবকরা দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করছেন। এ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. আবদুস সালাম খান বলেন, ভর্তি তদবিরে কর্তৃপক্ষ অতিষ্ঠ। মন্ত্রী, এমপি থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত ভর্তির তদবির করেন। তিনি আরও বলেন, অনেক লোকজন আসেন বিভিন্ন প্রভাবশালীর নামে কাগজপত্র নিয়ে।

আইডিয়াল স্কুলগেটে ফরম নিতে আসা অভিভাবকরা ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোটা সংরক্ষণ নিয়ে অভিযোগ করেন। এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে কলোনি কোটায়-৪০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-২, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান-৫, প্রতিবন্ধী-২ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত। আবদুল কাদের নামে এক অভিভাবক বলেন, সাধারণ অভিভাবকরা কখনও জানতে পারেন না কে মুক্তিযোদ্ধা বা মন্ত্রণালয়ের কোটায় ভর্তি হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আগামী সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ভর্তি নীতিমালা নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এ বছরও প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির বাছাই হবে লটারির মাধ্যমে। দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। জেএসসি ও জেডিসির ফলের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে নবম শ্রেণীতে।